দেশে ফিরে আসছেন তারেক রহমান; প্রস্তুত করা হচ্ছে গুলশানের বাড়ি

গুলশানের প্রস্তুতকৃত বাড়ি: সংগৃহীত ছবি

শিগগিরই দেশে ফিরতে পারেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ ১৭ বছর লন্ডনে নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে আসতে চলেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে গুলশান-২ অ্যাভিনিউ রোডের ১৯৬ নম্বর ডুপ্লেক্স বাড়িতে থাকার জন্য সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। গুলশানের ছায়াঘেরা এই বাড়িটি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মালিকানাধীন, যা সম্প্রতি তারেক রহমানের নামে নামজারি করা হয়।

এই বাড়িটিতে ভাড়ায় থাকতেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ। ছয় মাস আগে কোম্পানিটি বাড়ি ছেড়ে দেন। এরপর থেকে বাড়িটিকে তারেক রহমানের থাকার উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। অবশ্য বাড়ির সাজসজ্জার কাজ শেষ এবং এটি এখন পুরোপুরি বসবাসযোগ্য। ১৯৮১ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গুলশানের এই বাড়িটি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এটি গুলশানে তার বর্তমান বাসভবন "ফিরোজা"র পাশেই অবস্থিত। তাছাড়াও ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরও আরেকটি বাড়ি বেগম জিয়াকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনানিবাসের ওই বাড়ির বরাদ্দ বাতিল করে দেওয়া হয়।

২০০৭ সালে ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময়ে ৭ মার্চ তারিখে তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের বছর ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জামিনে মুক্তি পেয়ে ১১ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য সপরিবারে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান তিনি। তখন থেকেই লন্ডনে অবস্থান করছেন তারেক রহমান। লন্ডনে থাকাকালে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মা খালেদা জিয়া ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে গেলে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান "সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান" তারেক রহমান। বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তারেক রহমানের অনুপস্থিতিতে ৫ মামলায় তাকে সাজা দেওয়া হয়, এছাড়াও দায়ের করা হয় প্রায় শতাধিক মিথ্যা মামলা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের পতনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের মাধ্যমে একে একে সাজাপ্রাপ্ত সকল মিথ্যা মামলা থেকে খালাস পান তিনি।বর্তমানে তার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা নেই।